দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 ... 2009
পৃষ্ঠা ... ১৪/২১

স্কুল ফুটবলের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বাজেট চাইলো বাফুফে

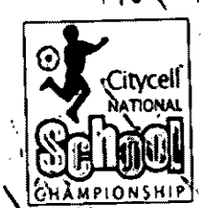

॥ স্পোর্টস রিপোর্টার ॥

Citycell NATIONAL School CHAMPIONSHIP

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। প্রকৃতিতে ঝোড়ো বাতাস। ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকাও দায়। এরই মধ্যে নিজ নিজ দলের নিশান হাতে মাঠে দাঁড়ানো সারি সারি এক ঝাঁক ফুটবলার। বাংলাদেশে ফুটবলের ভবিষ্যৎ এরা। একদল স্কুল ছাত্রীর ছন্দময় ঢোল-বাদ্যের তালে তালে আকাশে বেলুন ওড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এরপর মাঠে এসে বলে লাথি মেরে উদ্বোধন ঘোষণা করলেন তিনি। হয়ে গেল সিটিসেল জাতীয় স্কুল ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধন।

কাল সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের দৃশ্য এটা। ২রা মে থেকে দেশের ৯টি আঞ্চলিক পর্বে শুরু হওয়া সিটিসেল জাতীয় স্কুল ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধন ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ৯টি আঞ্চলিক ভেন্যুর চ্যাম্পিয়ন এবং রানারআপসহ মোট ১৮টি দলকে নিয়ে কাল থেকেই শুরু হলো স্কুল ফুটবলের চূড়ান্ত পর্ব। স্কুল ফুটবলের উদ্বোধন ঘোষণার আগে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ফুটবলারদের ছবি সম্বলিত ব্যানারের ফলক উন্মোচন করেন শিক্ষামন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাফুফের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী এবং স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ম্যানেজার মাজহারুল ইসলাম তান্না। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে বাফুফের সিনিয়র সহ-সভাপতি সালাম মুর্শেদী স্কুল ফুটবলের জন্য আগামী বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি জানান, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে স্কুল ফুটবল আয়োজনের কথা থাকলেও গত ২৫ বছর সেটার আয়োজন করা হচ্ছে না। তারা বাফুফে'র কমিটিতে আসার পর জানিয়েছিলেন, 'সারা দেশে ফুটবলকে ছড়িয়ে দিতে চান।' সে উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাচ্ছে বাফুফে। সালাম মুর্শেদী শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'খেলা-ধুলাকে তারা যেন শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে করে এদেশে খেলা-ধুলার মান আরও উন্নত হওয়ার সুযোগ পাবে।' এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্কুল স্পোর্টসের জন্য যে ফান্ড আছে তা যেন খেলা-ধুলার জন্য বিশেষ করে স্কুল ফুটবলের জন্য ব্যয় করা হয়, সেই আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে স্কুলে যেন নিয়মিত খেলা-ধুলা হয় সে ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি জানান। প্রয়োজনে তারা বাফুফে'র সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতে চান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। যে কোন কারণেই হোক আমরা এর আগে ফুটবলের প্রতি সঠিকভাবে মনযোগ দিতে পারিনি। এবার সময় এসেছে মনোযোগ দেয়ার। স্কুল ফুটবলের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যা করা দরকার তা তারা করবেন। তিনি আরও বলেন, 'সারা দেশে অনেক স্কুল-কলেজ আছে যেগুলোর মাঠ নেই। সারা দেশে খেলার জন্য মাঠের বড় অভাব। এ লক্ষ্যেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করবে বলে জানান মন্ত্রী। এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন আইডল মানি পড়ে আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে এভাবে কোন অর্থ পড়ে থাকার কথা নয়। তারপরও স্কুলগুলোকে স্পোর্টসের জন্য যে অর্থ দেয়া হয় তা যেন সঠিকভাবে ব্যয় হয় সেটা তদারকি করবে সরকার। এছাড়া স্কুলগুলো যাতে খেলা-ধুলায় বিশেষ মনোযোগী হয় সে ব্যবস্থাও নেবে তার মন্ত্রণালয়। কারণ, 'শুধু বই পড়লে শারীরিক বিকাশ ঘটে না। এর জন্য দরকার খেলাধুলারও।'